FEB 17 2001

শিক্ষাঙ্গন

জাতীয় শিক্ষানীতি

আরো আলোচনা ও সংস্কারের সুযোগ রাখা দরকা

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতি-২০০০ নামে শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় অনুমোদিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হতে চ কিন্তু এতদিন সংসদে অনুমোদিত কোনো শিক্ষানীতি আমাদের ছিল না। সে থেকে এটা একটা সুখবর যে একটা শিক্ষানীতি সম্প্রতি সংসদে অনুমে হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্র কমিটি গঠন তাই একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল।

তবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির পক্ষ থেকে কতকগুলো অভি ও আপত্তি এসেছে যা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে আমরা করি। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল অভিযোগ করেছেন, শিক্ষানীতি-২০০০ নামে যে নীতিটি সংসদে অনুমে হয়েছে তাতে ওই কমিটির পেশকৃত প্রতিবেদনের সঠিক প্রতিফলন ঘ তাদের প্রতিবেদনের আলোকে সরকারের অন্য একটি সাব-কমিটি শিক্ষানী প্রণয়ন করতে গিয়ে ভুলে ভরা, খণ্ডিত এবং অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছে, যার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কমিটির উপস্থ প্রতিবেদনের কোনো সম্পর্ক নেই। অধ্যাপক শামসুল হক ক্ষুব্ধভাবে অভি করেছেন যে, এর মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের অ করা হয়েছে।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যেই যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের থেকে এমন অভিযোগ অবশ্যই গুরুতর। এটা নিঃসন্দেহে একটা জনগুরু বিষয়, দেশের প্রত্যেক নাগরিককে এটা ভাবিত করে। তাই জনসাধারণের প্রয়োজন, শিক্ষানীতি-২০০০ নামে সংসদে যা অনুমোদিত হয়েছে তাতে রয়েছে। প্রথমত, নীতিটি যখন সংসদে অনুমোদিত হয় তখন বিরোধী দল সেখানে উপস্থিত ছিল না। তাছাড়া স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনা ছাড়াই নী পাস করা হয়। পরে যখন উপলব্ধি করা হয় যে সেটা ঠিক হয়নি, তখন ত সংসদীয় রীতিনীতি ভঙ্গ করে শিক্ষামন্ত্রীকে আলোচনায় ডাকা হয়। এ প্রতীয়মান হয়, শিক্ষানীতির বিষয়টি কতখানি দায়সারাভাবে অনুমোদন হয়েছে, এ ব্যাপারে অবহেলার মাত্রাটা কত ব্যাপক।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষানীতি প্রণয়ন করাই শেষ কাজ নয়, কীভাবে তা বাস্ত করা হবে তারও একটা দিক-নির্দেশনা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কি ব্যাপারে শিক্ষানীতিতে কোনো কথা নেই। প্রথমে প্রয়োজন একটা শিক্ষা আ দেশের সামগ্রিক শিক্ষার ব্যাপারে বর্তমানে কোনো আইন নেই। প্রাথমিক আইনটি স্পষ্টতই খণ্ডিত। শিক্ষার সকল স্তরকে আওতায় নিয়ে একটা সা শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা দরকার।

শিক্ষার সঙ্গে জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্তি অবশ্য প্রয়োজন। তাই শিক্ষা প্রণয়নের কাজটিতেও ব্যাপক জনসম্পৃক্তি দরকার। দুঃখজনকভাবে তা হ আমরা মনে করি, সেই পথ খোলা রাখা উচিত। শিক্ষানীতিটি শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হোক, সেখানে বিষয় পুনরালোচিত হোক, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির অভিযোগগুলো খ দেখা হোক। আমরা চাই একটা পূর্ণাঙ্গ ফলপ্রসূ শিক্ষানীতি। তেলাফে